গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা - ৫

জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের তৃতীয় সভার কার্যবিবরণী

বিগত ১৮-০৩-১৯৯৭ তারিখে দুপুর ১.৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংলগ্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ"-এর তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হইল।

২। সভার প্রারম্ভে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতিক্রমে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তাঁহার বক্তব্যের প্রারম্ভে তিনি উল্লেখ করেন যে দীর্ঘ ১২(বার) বৎসর পর "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ" এর ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইতোপূর্বে ১৯৮৫ সালের ৯ই জানুয়ারী ২য় সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্ত্রী তাঁহার বক্তব্যে ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯৬ ইং তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত গংগা নদীর পানি বন্টন চুক্তির উল্লেখ করিয়া এই মর্মে সভাকে অবহিত করেন যে পরিষদের পরবর্তী সভায় খসড়া পানি সম্পদ নীতিমালা পেশ করা হইবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গংগার পানি বন্টন বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি সম্পাদন করায় তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও জানান আগামী এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধে ঢাকায় যৌথ নদী কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হইবে। গংগা বাঁধ প্রসংগে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত গংগা বাঁধে পর্যায়নের বিষয়টি বর্তমানে বিভিন্ন দাতাদেশ/সংস্থার সক্রিয় বিবেচনাধীন রহিয়াছে। মাননীয় মন্ত্রী তাঁহার বক্তব্যে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়ন, মৎস্য উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী-কে এই পরিষদে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব করেন।

৩। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ডঃ এ,টি,এম, শামসুল হুদা ২৮-০৩-১৯৮৩ ইং এবং ০৯-০১-১৯৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের ১ম ও ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান যে বন্যা কার্যক্রম পরিকল্পনা, (ফ্যাপ)-এর অধীনে ২৬টি বিভিন্ন সমীক্ষা করা হইয়াছে। ইহার ফলে বর্তমানে পানি সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত অনেক তথ্য, উপাত্ত এবং গাণিতিক মডেল সরকারের নিকট রহিয়াছে। এই প্রসংগে তিনি উল্লেখ করেন যে, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের ফলে প্রতি বছর দেশের মোট আবাদযোগ্য জমির ২৭% বন্যা প্লাবিত হয়। তিনি পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সভাকে অবহিত করেন :

- দেশের ২৫০০০ কিঃমিঃ নদ-নদীর মধ্যে পলি জমে। ইতোমধ্যে প্রায় ১৮০০০ কিঃমিঃ ভরাট (Silted up) হইয়া গিয়াছে।
- নদ-নদীতে প্রবাহিত পানি স্রোত ধারার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে নদী তীরে সৃষ্ট ভাংগা-গড়ার কারণে ১৯৮২-১৯৯২ সময়কালে প্রায় ৮৭,০০০ হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে- যাহার বাৎসরিক গড় ৮,৭০০ হেক্টর।

চলমান পাতায় --------

- গত ১২৫ বৎসরে দেশে ৪২টি সাইক্লোন সংঘটিত হয়। ইহার মধ্যে গত ২৫ বছরে ১৪টি সাইক্লোন সংঘটিত হইয়াছে।

- দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য বিপর্যস্ত হইয়াছে। এই বিপর্যয়ের কারণে খুলনা শহরেই environmental degradation এর ফলে লবণাক্ততার মাত্রা ১৯৯৬ সনে ২৯000 মাইক্রোমোস পৌঁছিয়াছে। এই মাত্রা ১৯৭০ সনে মাত্র ৩,000 মাইক্রোমোস ছিল।

৪। উপরোক্ত সমস্যাবলী হইতে উত্তরণের লক্ষ্যে তিনি নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণের বিষয় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করেন:

- পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত প্রকল্প পুনঃমূল্যায়নপূর্বক উহাদের দুর্বলতাসমূহ নিরসনের ব্যবস্থা করা এবং বর্তমানে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে ঐগুলিকে আরও পরিবেশ অনুকূল করা।

- বর্তমানে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জে বাস্তবায়নাধীন নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের (কালিতলা-মথুরাপাড়া এবং সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট) অনুরূপ আরও নদী তীর ও শহর সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

- নদ-নদীর ভাংগনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ৬৫টি শহর সংরক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে চিহ্নিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম পর্বে শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন শহরসমূহের মধ্যে খুলনা ব্যতীত অন্য শহরগুলি সংরক্ষণের কাজ সমাপ্ত করা হইয়াছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কাজে অর্থায়নের বিষয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহিত আলোচনা আরও গতিশীল করা।

- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গংগা নদীর পানি বন্টন চুক্তির ফলে প্রাপ্ত পানির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গংগা বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

৫। অবশেষে পানি সম্পদ উন্নয়ন খাতে ১৯৯৬-২০১০ সাল অর্থাৎ আগামী ১৫ বৎসরে ৪৮২৪৪০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ১১১টি বিনিয়োগ এবং ৬৪টি কারিগরী প্রকল্পের একটি তালিকাও (Portfolio) বিবেচনার জন্য তিনি উপস্থাপন করেন। অতঃপর পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

৬। বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ কাজী খলিকুজ্জামান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব আমজাদ হোসেন খান, অধ্যাপক ডঃ আইনুন নিশাত, এডাবের চেয়ারম্যান কাজী ফারুক আহমেদ, কৃষি সচিব ডঃ এ,এম, এম শওকত আলী, মাননীয় সংসদ সদস্য ডঃ টি আই এম ফজলে রাব্বি, এমপি ও ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন, এমপি, ভূমি প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী এবং অর্থ মন্ত্রী উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রাধান্য লাভ করে:

(ক) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব/প্রকল্প উপস্থাপনের পূর্বে ঐগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া সুপারিশ মালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রীর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি ছোট নির্বাহী কমিটি গঠন।

(খ) অতি দ্রুত জাতীয় পানি নীতিমালা চূড়ান্তকরণ।

(গ) পানি সম্পদ উন্নয়ন ও উহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এবং সভায় পেশকৃত "পোর্টফলিও অব প্রজেক্টস" -এর সহিত ঐকমত্য পোষণ করা হয় এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহেরও অনুরূপ প্রকল্প থাকিতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহকে তাহাদের এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবনা থাকিলে পোর্টফলিও আকারে অবিলম্বে উহাদের তালিকা প্রাক্কলিত সম্ভাব্য ব্যয়ের উল্লেখসহ পানি

সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপনের সুপারিশ করা হয়।

(ঘ) গংগা বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করন।

(ঙ) প্রাপ্ত ভূপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ (surface and ground water) পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

(চ) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অবশিষ্ট অভিন্ন নদীসমূহের পানি বন্টনের বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করা।

(ছ) বিএডিসিকে ক্ষুদ্র সেচ কাজের দায়িত্ব প্রদান।

(জ) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পানি সম্পদ ব্যবহারের নিমিত্ত প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

(ঝ) পানি সম্পদ উন্নয়নে স্বল্প/দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(ঞ) চট্টগ্রাম এবং সিলেট এলাকার প্রবাহিত পাহাড়ী ছড়ার পানি বাঁধের সাহায্যে সংরক্ষণের -- করিয়া ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ/ বাস্তবায়ন।

(ট) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ।

৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করেন। সম্প্রতি ভারতের সহিত সম্পাদিত গংগার পানি বন্টন চুক্তির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, প্রতিবেশী দেশের সহিত অপর ৫৩টি অভিন্ন নদীর পানি বন্টনের বিষয়ে সমঝোতায় উপনীত হইয়া চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে আলাপ আলোচনা চলিতেছে। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি অর্জিত হইলে যথাসময়ে এই কমিটিকে অবহিত করা হইবে। দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিকূলতা/ সমস্যাসমূহ উত্তরণের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পানি ব্যবহারকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে অন্তঃসংস্থা সমন্বয় সাধনের উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে খুশী করিবার পরিবর্তে দেশের জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়া প্রকল্প প্রণয়ন করিবার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। নদীর নাব্যতা রক্ষাকল্পে ড্রেজিং/লুপ কাটিং অব্যাহত রাখিবার পক্ষেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই সভায় মুক্ত আলোচনা এবং আলোচনাকালে প্রদত্ত প্রস্তাবনা/ সুপারিশসমূহকে সময়োপযোগী ও ফলপ্রসূ বলিয়া উল্লেখপূর্বক সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৮। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(১) মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীকে সভাপতি করিয়া একটি নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে। প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনাক্রমে কমিটির অন্যান্য সদস্যগণকে মনোনীত করা হইবে।

(২) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবকে সদস্য হিসাবে "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদে" অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৩) এখন হইতে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ প্রতি ৪(চার) মাস অন্তর সভায় মিলিত হইবে এবং জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় এই কমিটি সভায় মিলিত হইতে পারিবে।

(৪) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় পানি সম্পদ নীতিমালা প্রণয়ন করিতে হইবে।

চলমান পাতায় ----------

(৫) নদীর গভীরতা সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় নদী খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম চালু রাখিতে হইবে। ড্রেজিংয়ের ফলে মাটি দ্বারা ভরাটকৃত নদী তীর সংলগ্ন নতুন জমি উদ্ধার করা সম্ভব হইলে ঐ জমিতে ভূমিহীন পরিবারবর্গকে পুনর্বাসনে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৬) চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় বার মাসি ছড়াগুলিতে প্রবাহিত পানি সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বাঁধের সাহায্যে পানি সংরক্ষণ করিয়া কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করিতে হইবে। পানির সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে দেশের/জনগণের স্বার্থেই প্রকল্প প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৭) পানি ব্যবহারকারী অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের/সংস্থার প্রস্তাবাবলী দ্রুত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

স্বাক্ষর/ শেখ হাসিনা ০৫-০০-৯৭
প্রধানমন্ত্রী
এবং
সভাপতি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

নং-পাসম-উঃ৫/৩ক-১/৯৭/১০০ তারিখ : ০৯ - ০৪ - ১৯৯৭ খৃঃ
২৬ - ১২ - ১৪০০ বাং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইল :

১। মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

২। মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

৩। মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

৪। মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

৫। মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

৬। মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

৭। মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

৮। মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

৯। প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

১০। প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

১১। প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

১২। জনাব আবদুল মমিন, সংসদ সদস্য, ১৬৪-নেত্রকোনা-৪, ১০৯/এ, রায়ের বাজার, ঢাকা।

১৩। ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সংসদ সদস্য, ২৭৯-চট্টগ্রাম-১, নন্দন কানন, দ্বিতীয় লেন, চট্টগ্রাম।

১৪। ডঃ টি,আই, এম, ফজলে রাব্বি চৌধুরী, সংসদ সদস্য, ৩১- গাইবান্ধা-৩,
বাসা নং-১/এ, সড়ক নং ১৪/বি, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।

১৫। জনাব শাহ হাদীউজ্জামান, সংসদ সদস্য, ৮৮- যশোহর-৩, ব্লক নং-২, কক্ষ নং-২৪
সদস্য-ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

১৬। জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া এডভোকেট, সংসদ সদস্য, ১১৩-পটুয়াখালী-১,
ব্লক নং-৪, কক্ষ নং-২৩, সদস্য ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

১৭। জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, সংসদ সদস্য, ২০৬-মৌলভীবাজার-৩, বাড়ী নং-২১,
সড়ক নং ৩৭, গুলশান, ঢাকা।

১৮। মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, ঢাকা।

১৯। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

২০। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২১। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২২। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

চলমান পাতায় --------

২৩। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮। সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১। সদস্য(পানি সম্পদ) পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
৩২। ডঃ কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, বাড়ী নং-৩৩, সড়ক নং-৩, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।
৩৩। ডঃ আইনুন নিশাত, অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩৪। জনাব আমজাদ হোসেন খান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পাউবো, ঢাকা।
৩৫। ডীন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩৬। চেয়ারম্যান, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৩৮। মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৩৯। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৪০। প্রেসিডেন্ট, ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪১। প্রেসিডেন্ট, ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪২। চেয়ারম্যান, এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ, ঢাকা।

০২.০৪.৯৭
(এ,টি,এম, ওবায়দুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৮৬১৭২২

Mr. Abul Hussain
নথিতে রাখুন
24.4.97

১৪২৮
১৫/৪/৯৭

অগ্রগামী	ডাইরি নং......তাং......
প্রঃ বৈঃ কর্মকর্তা (পরিঃ)	অতি জরুরী
প্রঃ বৈঃ কর্মকর্তা (কারিঃ)	জরুরী
সচিব	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
মুখ্য বৈঃ কর্মকর্তা (প্রকৌঃ)	আলোচনা করুন
" " " (পানি সম্পদ)	পেশ করুন
" " " (অর্থনীতি)	নথীভুক্ত করুন
" " " (কৃষি)	CSO
" " " (পরিবেশ)	
" " " (কম্পিউটার)	
(পরিবীক্ষণ)	মহা-পরিচালক

All ASOs
For information.
১৬/৪/৯৭

21-4-97
20/4/97
22.4.97

বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
শাখা - ৭

নং পাসম-৭/৩ক-১/৯৫/ ১৯৪

তারিখ: ২১ - ৮ - ১৯৯৫ ইং
৬ - ৫ - ১৪০২ বাং

বিষয়: বাংলাদেশ ওয়াটার এ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজী শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনা অনুষ্ঠান প্রসংগে।

সূত্র: প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং ৫১,২৫.০০.৯.৯৫-১৬২ তাং ১২-৮-৯৫ ইং।

নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে আগামী ২৩-৮-৯৫ তারিখের বিষয়োক্ত উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও ইহার অধীনস্থ সংস্থার নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে উপস্থিত থাকার সদয় অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে:-

১। জনাব এস এম আক্কাজ উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব,
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২। জনাব মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম, চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

৩। জনাব মোঃ তুতিয়ার রহমান, মহাপরিচালক,
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা।

৪। জনাব এম,এইচ, সিদ্দিকী (বীর উত্তম), প্রধান প্রকৌশলী,
বন্যা পরিকল্পনা সমন্বয় সংস্থা
(তিনি প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন)।

৫। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, সদস্য,
যৌথ নদী কমিশন।

(মেজবাহ উদ্দীন) ২১/৮/৯৫
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মুখ্য সচিব,
প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়,
(দৃষ্টি আকর্ষন: জনাব এ,কে,এম, দেলওয়ার হোসেন, পরিচালক),
ঢাকা।

৬২১
২৪/৮/৯৫